মেহেরপুরের এসপিসহ ৫এসপি ও ২কমিশনার প্রত্যাহার

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) রাফিউল আলমসহ পাঁচ এসপি ও দুই মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র থেকে প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন।

আজ ১০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের উপসচিব মিজানুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তি মন্ত্রীপরিষদ সচিব ও মহাপুলিশ পরিদর্শককে অনুলিপি প্রদান করা হয়েছে। বাকিরা হলেন- বরিশাল মেট্রোপলিটন কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন কমিশনার, হবিগঞ্জ পুলিশ সুপার, পিরোজপুর পুলিশ সুপার, নোয়াখালী পুলিশ সুপার ও সাতক্ষিরা পুলিশ সুপার।

বিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যাহারকৃত পদগুলোতে অভিজ্ঞ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের পদায়ন করে প্রস্তাব নির্বাচন কমিশনকে পাঠানোর নির্দেশ করা হয়েছে।

সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের কোটি টাকার ফ্ল্যাট, বিলাসবহুল গাড়ি

মেহেরপুর ১ সংসদীয় আসনের সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান। তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন চেয়েছিলেন।

দলীয় মনোনয়ন পেতে ব্যার্থ হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছেন। ইতিপুর্বে তিনি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯১) এবং সপ্তম জাতীয় সংসদের উপনির্বাচনে (১৯৯৯) দুই দফা আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন এবং মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের সংসদ

সদস্যের দায়িত্ব পালন করেন।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণের কাছে পরাজিত হন। এছাড়াও তিনি নবম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ালেও তার মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়। দশম সংসদ নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হননি। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার দাখিল করা হলফনামা নির্বাচন কমিশনে পাওয়া যায়নি। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় তিনি নিজের পেশা ঘোষণা করেছেন কৃষি ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে।

নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোননয় পত্রের সাথে জমা দেওয়া হলফনামা এবং নবম ও একাদশ সংসদ নির্বাচনের হলফনামা বিশ্লেষণ করে নিচের তথ্যগুলি জানা গেছে।

হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বর্তমানে প্রফেসর আব্দুল মান্নানের স্থাবর সম্পদের মধ্যে আছে ১০ হাজার টাকায় কেনা পাঁচ বিঘা কৃষি জমি। ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় ‘মানাম ইছামতি’ নামক এপার্টমেন্টে ৩০৯২ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট, যার বাজার মূল্য ১ কোটি ২১ লাখ ২০ হাজার টাকা। একাদশ নির্বাচনে দাখিল করা হলফনামাতে তার কৃষি জমি ছিল ১০ হাজার টাকার সমমূল্যের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ১৫ বিঘা কৃষি জমি। অকৃষি জমি ছিল ১৯ লাখ ১৫ হাজার টাকা সমমূল্যের। মনোনয়ন বাতিল হওয়ার নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তার স্থাবর সম্পদ একই ছিল। তবে অস্থাবর সম্পদের মধ্যে ছিল ১ লাখ ২২৩ টাকা, ১২ লাখ ৬৫ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা।

২০১৮ সালে একাদশ নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিলের সময় হলফনামা অনুযায়ী তার স্থাবর সম্পদ একই থাকলেও অস্থাবর সম্পদের মধ্যে ছিল নগদ ১৫ লাখ টাকা, ব্যাংকে ২ লাখ টাকা, ২৫ ভরি স্বর্ণ, ৯০ হাজার টাকার ইলেকট্রনিক্স ও ৬০ হাজার টাকা সমমূল্যের আসবাবপত্র।

বর্তমানে তার অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে নগদ ৫ লাখ টাকা, ব্যাংকে জমা আছে ২২ লাখ ৯০ হাজার ৩১৬ টাকা, ব্যবহৃত গাড়ির মূল্য ৬১ লাখ ৩২ হাজার টাকা। ১০ হাজার টাকার সমমূল্যের ২৫ ভরি স্বর্ণ সহ ৯০ হাজার টাকার ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও ৬০ হাজার টাকা সমমূল্যের আসবাবপত্র রয়েছে। উপহার সূত্রে পাওয়া আরো কিছু ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও আসবাবপত্র আছে।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় তার মনোনয়ন পত্র বাতিল ঘোষণা

করা হয়, সে সময় হলফনামায় আগ্নেয়াস্ত্র হিসেবে ৩০ হাজার টাকা মূল্যের একটি পিস্তল দেখানো হলেও পরবর্তীতে আর কোন হলফনামাতে পিস্তলটির কথা উল্লেখ করা হয় নি।

মেহেরপুরে গ্যাস ব্যবসায়ী সবুজের পিতার ইন্তেকাল

মেহেরপুর কাঁসারী পাড়া প্রধান সড়কের বিশিষ্ট গ্যাস ব্যবসায়ী সবুজের পিতা সরোয়ার উদ্দিন (৭২) বার্ধক্য জনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত সরোয়ার উদ্দিন মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মল্লিক পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন।

শনিবার ৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত সরোয়ার উদ্দিন মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া অফিসের অবসরপ্রাপ্ত অফিস সহকারী ছিলেন।

পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে রবিবার সকাল ১০ টায় হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে মেহেরপুর পৌর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

মেহেরপুরে নিত্যপণ্যের বাজারে অস্থির

বৈশ্বিক অর্থনীতির নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশের নিত্যপণ্যের বাজারে প্রায়ই দেখা দেয় অস্থিরতা। ক্রমেই নানা অজুহাতে বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম। মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় বাজারে গিয়ে হিসেব মিলাতে পারছে না ক্রেতারা। ফলে ব্যয়ের ক্ষেত্রে

কাটছাঁট করতে একরকম বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ ও শ্রমজীবী মানুষ।

এখন বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি আলোচ্য বিষয়ের অন্যতম হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধি। ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধিপাচ্ছে এসব পণ্যের মূল্য। জনকল্যাণে নেওয়া সরকারের নানা পদক্ষেপের পরও কোন কোন পণ্যের মূল্য দ্বিগুণ, তিনগুণ বেড়েছে। গত কয়েকমাস ধরে এসব পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে চরম বিপাকে পড়েছেন দেশের সাধারণ মানুষ। শ্রমজীবীদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। চাল, ডাল, ডিম, চিনি ও তেলসহ প্রায় প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম এখন আকাশচুম্বী। সাধ্যের বাইরে মুরগি, গরু ও খাসির মাংস। এ নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের সাপ্তাহিক পাইকারি ও খুচরা বাজার দরের তারতম্যের চিত্র নিম্নরুপ।

গতকাল শুক্রবার (৮ ডিসেম্বর) সহ গত এক সপ্তাহে সরজমিনে মেহেরপুর শহরের পাইকারি ও খুচরা বাজার পরিদর্শন করে নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু পণ্যের মূল্য তালিকায় বিগত সপ্তাহের তুলনায় তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে।

মেহেরপুর বড় বাজারে, মোটা চাল পাইকারি মূল্য ৫২ টাকা কেজি ও খুচরা মূল্য ৫৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে ৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছ। মাঝারি চাল পাইকারি মূল্য ৫৬ টাকা কেজি ও খুচরা মূল্য ৫৮ টাকা কেজি, সপ্তাহের ব্যবধানে ২ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরু চাল পাইকারি মূল্য (৬১-৬২) টাকা কেজি ও খুচরা মূল্য (৬৪-৬৫) টাকা কেজি। সপ্তাহের ব্যবধানে অপরিবর্তিত রয়েছে। আলু পাইকারি বিক্রয় মূল্য ৪৫ টাকা ও খুচরা মূল্য ৫০ টাকা কেজি। সপ্তাহের ব্যবধানে ৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ।

দেশি পেঁয়াজ পাইকারি মূল্য ১১০ টাকা ও খুচরা মূল্য ১২০ টাকা কেজি। সপ্তাহের ব্যবধানে ১০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এল সি পেয়াজ পাইকারি মূল্য ৯০ টাকা ও খুচরা ১০৫ টাকা কেজি দ্বরে বিক্রি হচ্ছে। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা মূল্য ১৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডিম পাইকারি মূল্য ১১৫ টাকা ডজন ও খুচরা মূল্য ১২০ টাকা ডজন। এক সপ্তাহের ব্যবধানে মূল্য ২০ টাকা হ্রাস পেয়েছে। ব্রয়লার মুরগির পাইকারি মূল্য ১৫০ টাকা ও খুচরা মূল্য ১৬০ টাকা কেজি। এক সপ্তাহের ব্যবধানে ৩০ টাকা হ্রাস পেয়েছে।

মেহেরপুরে নানা আয়োজনে বেগম রোকেয়া দিবস পালিত

মেহেরপুরে বেগম রোকেয়া দিবস-২০২৩ ও আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উদযাপন উপলক্ষে মানববন্ধন, আলোচনা সভা ও জয়িতা সম্মাননা প্রদানের আয়োজন করা হয়েছে।

শনিবার সকাল ১১ টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সভাপতি শামীম আরা হীরা।

এছাড়াও এসময় জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নীলা হাফিয়া,ট্রেড প্রশিক্ষক মীর দানীয়েল হোসেন,মোছাঃ শিরিনা খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে ৫ ক্যাটাগরীতে নির্বাচিত ৫ জন শ্রেষ্ঠ জয়িতাকে উত্তরীয় ও সম্মাননা সনদ প্রদানকরা হয়। মেহেরপুর জেলায় পাঁচ ক্যাটাগরীতে নির্বাচিত জয়িতারা হলেন অর্থনৈতিক ভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী মেহেরপুর পৌরসভা মল্লিক পাড়ার মোছাঃ সুবেহ সুলতানা।

শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী মুজিবনগর উপজেলা মোনাখালী গ্রামের মোঃ শিরিনা খাতুন। সফল জননী নারী গাংনী উপজেলার নহরজান খাতুন।

নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করেছে যে নারী মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের মোছাঃ আনোয়ার বেগম, সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী মেহেরপুর পৌর সভা নতুন পাড়ার মোছাঃ শারমিনা পারভীন।

মেহেরপুর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ও জেলা প্রশাসক জয়িতাদের সম্মাননা সনদ হাতে তুলে দেন ।

অনুষ্ঠানের আগে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উদযাপন উপলক্ষে জেলা প্রশাসন কার্যালয় প্রাঙ্গণে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগরে বেগম রোকেয়া দিবসপালিত

“শেখ হাসিনার বারতা নারী পুরুষ সমতা” আলোচনা সভা ও জয়িতাদের সংবর্ধনা এবং মানববন্ধনের মধ্যে দিয়ে মুজিবনগরের উদযাপিত হয়েছে বেগম রোকেয়া দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ-২০২৩।

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে, দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজার সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর থানার এস আই হেকমত আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খান, মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজের সাবেক প্রভাষক বাকের আলী সহ উপজেলার বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ, উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং এলাকার স্বাবলম্বী মহিলারা।

আলোচনা সভা শেষে জয়িতা অন্বেষনে বাংলাদেশ” শীর্ষক কার্যক্রমে মুজিবনগর উপজেলায় নির্বাচিত ৫ জন জয়ীতাদের মাঝে ক্রেস্ট ও সনদ বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এ বছরের নির্বাচিত জয়িতারা হলেন, অর্থনৈতিক ভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী হলেন উপজেলার মোনাখালী গ্রামের কাউসার আলী ও পারুলা খাতুনের মেয়ে শাহীনা আক্তার।
শিক্ষা ও চাকুরির ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনকারী নারী হলেন, মোনাখালী গ্রামের আলফাজউদ্দিন ও হাসিনা বেগমের মেয়ে শিরিনা আক্তার।

সফল জননী নারী হলেন, বল্লভপুর গ্রামের সুরাত আলী ও সফুরা খাতুনের মেয়ে দিলরুবা খাতুন। নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যানে জীবন শুরু করেছেন যে নারী তিনি হলেন, বাগওয়ান গ্রামের কাদের আলী খান ও মাজেদা বেগমের মেয়ে আনোয়ারা খাতুন।

সমাজ উন্নয়নে অবদান রেখেছেন যে নারী তিনি হলেন, কোমরপুর গ্রামের বক্তিয়ার বিশ্বাস ও জায়েদা খাতুনের মেয়ে রহিমা খাতুন।

জয়িতাদের মাঝে ক্রেস্ট ও সনদ বিতরণ শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধপক্ষ ২০২৩ উপলক্ষে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়

মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালিত

রুখবো দুর্নীতি গড়বো দেশ হবে সোনার বাংলাদেশ”উন্নয়ন, শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ” এই প্রতিপাদ্য মুজিবনগরে পতাকা উত্তলোন, মানববন্ধন,আলোচনা সভার মধ্যদিয়ে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস।

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, কুষ্টিয়া এবং উপজেলা দুর্নীতি প্রতিেরোধ কমিটি, মুজিবনগর এর আয়োজনে,দিবসটি উপলক্ষে শনিবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে জাতীয় পতাকা ও দুর্নীতি দমন কমিশনের পতাকা উত্তোলন করা হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস ও দুর্নীতি দমন কমিশনের পতাকা উত্তোলন করেন মুজিবনগর উপজেলা দুর্নীতি দমন কমিশনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খান।

পরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে একটি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় মানববন্ধন শেষে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে একটা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি বীর

মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খানের সভাপতিত্বে এবং উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাবেক প্রভাষক বাকের আলির সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকৌশলী খালিদ হাসান, মুজিবনগর থানার এস আই হেকমত আলী, মুজিবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক সহকারী প্রধান শিক্ষক আব্দুল হাই সহ উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ উপজেলার পরিষদে কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ।

প্রার্থীতা ফিরে পেতে ইসিতে মেহেরপুরের চারজনের আপিল

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যাচাই বাছাইয়ে বাতিল হওয়ার বিরুদ্ধে মনোনয়ন ফিরে পেতে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে আপীল দায়ের করেছেন মেহেরপুরের ৪জন।

তারা হলেন- মেহেরপুর-১ আসনে জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও সদ্য পদত্যাগী উপজেলা চেয়ারম্যান এডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম। মেহেরপুর-২ আসনে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান, আশরাফুল ইসলাম ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সদ্য পদত্যাগী ভাইস চেয়ারম্যান রাশেদুল ইসলাম।

আগামী ১৪ অথবা ১৫ ডিসেম্বর তাদের প্রার্থীতা ফিরে পাবেন কিনা সে বিষয়ে জানা যাবে।

দান ও উপহারে সমৃদ্ধশালী সাবেক সাংসদ জয়নাল

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর ১ (সংসদীয়-৭৩) আসনের জন্য ভোটযুদ্ধে অংশ নিতে সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদিন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন। এর আগে ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত তিনি মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। ২০১৪ সালের দশম নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও পরবর্তীতে তিনি প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন। মধ্যবর্তী এই সময়ে তার আয় ও সম্পদ বেড়েছে কয়েক গুণ।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্রের সাথে দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী তার অস্থাবর সম্পদের মূল্য ১ কোটি ৩৯ লাখ ২৭ হাজার টাকা, ২০০৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় দেওয়া হলফনামাতে তার অস্থাবর সম্পদ ছিল ৪ লাখ ২ হাজার টাকার। মধ্যবর্তী এই সময়ে তার অস্থাবর সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৪ গুণ।

২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে তাঁর বার্ষিক আয় ছিল ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ১০ হাজার টাকাতে।
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

যাচাই-বাছাইয়ের পর তাঁর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষিত হয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় তার বার্ষিক আয়, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের যে বিবরণী পাওয়া গেছে তা বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য মিলেছে।

বর্তমানে জয়নাল আবেদীনের মোট বার্ষিক আয় ৪ লাখ ১০ হাজার টাকা। এর মধ্যে তিনি কৃষিখাত থেকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ও ব্যবসা থেকে ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা আয় করেন। ২০০৮ সালে থেকে ব্যবসা তার বার্ষিক আয় ছিল ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা।

জয়নাল আবেদীনের বর্তমান স্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত তিন বিঘা ১৬ কাঠা কৃষি জমি, ২ বিঘা ১৩ কাঠার অকৃষি জমিও পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত। বাগোয়ানে একতলা পাকা বাড়ি এবং রাজউকের একটি প্লট যার মূল্য ৩০ লাখ ৬০ হাজার টাকা। তার স্ত্রীর নামে রয়েছে ৭ বিঘা কৃষি জমি, যার মূল্য দেখানো হয়েছে ৪ লাখ ৪৫ হাজার

টাকা। ছয় কাঠা অকৃষি জমির মূল্য দেখানো হয়েছে ৭ লাখ টাকা। এছাড়াও জয়নাল আবেদীনের স্ত্রী মেহেরপুর পৌর শহরের পিয়াদাপাড়ায় পৈত্রিক সূত্র ৬ শতক জমির উপরে নির্মিত ১২০০ স্বর্গফুট বিশিষ্ট একটি দ্বিতল বাসভবন দানসুত্রে পেয়েছেন।

জয়নাল আবেদীনের ১৫ ভরি স্বর্ণ রয়েছে যার মধ্যে ১০ ভরি তিনি উপহারস্বরূপ পেয়েছেন এবং তার স্ত্রীর ৩০ ভরি স্বর্ণের সবটুকুই উপহারস্বরূপ পেয়েছেন মর্মে হলফনামা দাখিল করেছেন।

এছাড়াও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামা অনুযায়ী জয়নাল আবেদীনের নগদ টাকা রয়েছে মাত্র ৫ লাখ। ব্যাংকে জমা আছে ১ কোটি ২২ লাখ ২৭ হাজার ১২০ টাকা ৮০ পয়সা। ব্যক্তিগত টয়োটা জীপের মূল্য ৫ লাখ টাকা। ইলেকট্রনিক সামগ্রী ২ লক্ষ টাকার এবং গৃহস্থলীর আসবাবপত্র ২ লক্ষ টাকা সমমূল্যের। তার স্ত্রীর নগদ রয়েছে মাত্র ৫০ হাজার টাকা। তিনি একটি ডিপ ফ্রিজ উপহারস্বরূপ পেয়েছেন।

মুজিবনগরের নতুন ইউএনও আজগর আলী

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃতীয় পর্যায়ে আটটি বিভাগ থেকে মোট ৪৮ জন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কে বদলি করা হয়েছে। এরমধ্যে দীর্ঘদিন যাবত মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্তব্য পালন করা অনিমেষ বিশ্বাস রয়েছেন।

এর আগে বুধবার ৬ ডিসেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে বদলি প্রস্তাব নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হলে ৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন প্রস্তাবিত বদলির তালিকায় সম্মতি জ্ঞাপন করে।

প্রজ্ঞাপন সূত্র থেকে জানা গেছে, নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আজগর আলীকে মুজিবনগর এবং অনিমেষ বিশ্বাসকে লোহাগাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।